

সূচি পত্র

১০—৩৫

প্রারম্ভিকা >	০৭
রুকইয়াহ পরিচিতি >	০৯
রুকইয়ার গোসল এবং অডিও রুকইয়াহ >	২৩
বদনজর সমস্যা >	২৭
জিনের আসর >	৩৩
বাড়িতে জিনের উৎপাত থাকলে করণীয় >	৪০
জাদুগ্রন্থ >	৪১
ওয়াসওয়াসা রোগ >	৫১
সাধারণ অসুস্থতার জন্য রুকইয়াহ >	৫৫
আল-আশফিয়া : ৭ দিনের ডিটক্স রুকইয়াহ >	৫৯
পরিশিষ্ট >	৬১
রুকইয়ার সাধারণ আয়াত এবং দোয়া >	৬৯
প্রতিদিনের মাসনুন আমল >	৭৯



প্রারম্ভিকা

আলহামদুলিল্লাহ, দীর্ঘ কয়েক বছর পর মুখতাসার রুকইয়াহ (সারসংক্ষেপ রুকইয়াহ শারইয়াহ) ছাপার অক্ষরে আপনাদের হাতে পৌঁছল। এর প্রথম প্রকাশ জুন ২০১৭-তে প্রকাশ হয়েছিল। এরপর অনেক কিছু সংশোধন এবং সংযোজন-বিয়োজন হয়েছে। ৭ম সংস্করণে এটি কাগজে ছাপা হলো, আলহামদুলিল্লাহ!

রুকইয়াহ শারইয়াহ বিষয়ে অনেক লম্বা-চওড়া লেখা আছে, কয়েক বছর আগেই আমাদের ‘রুকইয়াহ সিরিজ’ শেষ হয়েছে, এরপর খুঁটিনাটি আরও অনেক বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। আল্লাহর অনুগ্রহে (আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ কৃত) **রুকইয়াহ** নামে একটি বইও প্রকাশ হয়েছে। রুকইয়াহ সাপোর্ট বিডি-এর **ওয়েবসাইট**^(১) এবং **ফেসবুক গ্রুপেও**^(২) রয়েছে অনেক প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ। এসব জায়গায় রুকইয়াহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

^১ ওয়েবসাইটের ঠিকানা, www.ruqyahbd.org—এখানে রুকইয়াহ শারইয়াহ-বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ, ডকুমেন্ট, অ্যাপস, অডিও-ভিডিও ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

^২ রুকইয়াহ সাপোর্ট গ্রুপের ঠিকানা, facebook.com/groups/ruqyahbd—এখানে মানুষেরা নিজ নিজ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে, একে অপরকে সহায়তা করে এবং সেলফ রুকইয়াহ করার প্রয়োজনে ভলেন্টিয়ারদের পরামর্শ নেয়।

এই পুস্তিকায় আমরা সংক্ষেপে রুকইয়াহ শারইয়াহ পরিচিতি, বিভিন্ন সমস্যার জন্য রুকইয়াহ করার পদ্ধতি এবং বিপদাপদ থেকে বাঁচতে করণীয় সম্পর্কে জানব। বলতে পারেন এই আলোচনাটি অতীত ও ভবিষ্যতের সব রুকইয়াহ সিরিজের সারাংশ। এই বইয়ের আলোচনা পড়ার পর এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে ওপরে বলা উৎসগুলোয় অনুসন্ধান করবেন।

এখানে কোনো সংশোধন বা সংযোজনের মতো বিষয় চোখে পড়লে আমাদের জানাবেন, আমরা সংস্করণের উদ্যোগ নেব ইনশাআল্লাহ। এই বইয়ের আলোচনাগুলো সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে সংকলিত হয়েছে, তবুও যদি কারও কোনো বিষয়ে খটকা থাকে, অনুগ্রহ করে সেটা বাদ দেবেন, আর নিজ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ ফিকহ অনুযায়ী কুরআন-সুন্নাহর ওপর আমল করবেন।

পূর্বের বইটির মতো এই পুস্তিকাটি রচনার ক্ষেত্রে রুকইয়াহ সাপোর্ট বিভিন্ন দায়িত্বশীল ভাইয়েরা অনেক সহায়তা করেছে। আল্লাহ তাদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন।

সবশেষে দোয়া করি, যারা এই বইটি সংকলন, প্রকাশ ও প্রচারের পেছনে অবদান রেখেছেন, আগামী দিনে রাখবেন, আল্লাহ সবাইকে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা দিন। আমিন!

—আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

২১.০৮.২০২১ ঈসায়ি



রুকইয়াহ পরিচিতি

রুকইয়াহ কী?

রুকইয়াহ (رُقِيَّة) শব্দটি মূলত আরবি, যার শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ হচ্ছে ‘রুকইয়াহ’ অথবা ‘রুকইয়্যাহ’।

শাব্দিক অর্থে রুকইয়াহ মানে ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি। আর রুকইয়াহ শারইয়্যাহ (الرُقِيَّة الشَّرْعِيَّة) অর্থ শরিয়তসম্মত রুকইয়াহ। তথা কুরআনের আয়াত, হাদিসে বর্ণিত দোয়া অথবা আসমাউল হুসনা পাঠ করে আল্লাহর কাছে সমস্যা থেকে মুক্তি চাওয়া।

তবে সাধারণত রুকইয়াহ শব্দটি দ্বারা ‘রুকইয়াহ শারইয়্যাহ’ তথা, ইসলামসম্মত ঝাড়ফুঁক বোঝানো হয়। অন্য কিছু (যেমন, শিরকি বা নাজায়েজ ঝাড়ফুঁক বা তাবিজকবচ) বোঝানো হয় না।

আকিদা

উলামায়ে কিরামের মতে রুকইয়াহ করার পূর্বে এই আকিদা স্পষ্ট হওয়া উচিত, ঝাড়ফুঁক বা ঝাড়ফুঁককারীর আরোগ্য দেওয়ার ক্ষমতা নেই, সব ক্ষমতা আল্লাহ তাআলার, আল্লাহ চাইলে শিফা হবে, নইলে নয়।

শরয়ি বিধান^(৩)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের রুকইয়াহগুলো আমাকে দেখাও, রুকইয়ায় যদি শিরক না থাকে, তাহলে সমস্যা নেই^(৪)

এই বিষয়টা নিশ্চিত করতে ফকিহরা বলেন, রুকইয়াহ জায়েজ হওয়ার জন্য ৩টি শর্ত পূরণ করা আবশ্যিক, যথা—

১. (যা পড়বে বা করবে) এতে কোনো শিরক বা কুফরের সংমিশ্রণ না থাকা।
২. এখানে পাঠ করা বাক্যগুলো পরিষ্কার আরবি ভাষায় হওয়া। যদি অন্য ভাষায় হয়, তবে এর অর্থ স্পষ্টভাবে বোঝা যাওয়া।
৩. বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহই সুস্থ করেন, বা ড়ফুকের সুস্থ করার কোনো শক্তি নেই^(৫)

৩. রুকইয়াহকে একেকজন একেকভাবে ব্যাখ্যা করেন। কেউ বলেন শরিয়তসম্মত চিকিৎসা, কেউ বলেন সুন্নাহসম্মত চিকিৎসা। বিষয়টাকে যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, একটা বিষয় মাথায় রাখা জরুরি। তা হলো, রুকইয়া-এর মূল কনসেপ্ট সুন্নাহ থেকে গৃহীত হলেও সামগ্রিকভাবে এতে প্রয়োগকৃত সকল পদ্ধতি সুন্নাহয় বর্ণিত হয়েছে এমন নয়। যেমন, অমুক সুরার অমুক আয়াত এতবার পড়তে হবে ইত্যাদি। এগুলো মূলত অভিজ্ঞ আলেম বা রাকিদের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত বিষয়। তাই রুকইয়াতে প্রয়োগকৃত সকল পদ্ধতিই সরাসরি হাদিসে বর্ণিত এমন ধারণা করার সুযোগ নেই। আর এটি জরুরিও নয়। কারণ এটি একপ্রকারের চিকিৎসা, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ওপরই নির্ভরশীল। তবে মোটাদাগে এতে যে নীতির প্রতি লক্ষ রাখা হয় তা হলো, কোনো পদ্ধতিই যাতে কুরআন-সুন্নাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। মূলত যারা একে ‘সুন্নাহসম্মত চিকিৎসা’ নামে ব্যাখ্যা করেন, তারা এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বলেন।—সম্পাদক

৪. মুসলিম, ৫৫৪৪

রুকইয়ার বিভিন্ন প্রকার

সূনাহসম্মত রুকইয়াহ কয়েকভাবে করা হয়। যেমন : দোয়া-কালাম পড়ে ফুঁ দেওয়া, মাথায় বা আক্রান্ত স্থানে হাত রেখে দোয়া পড়া, কিছু না করে শুধু দোয়া বা আয়াত পড়ে সুস্থতা কামনা করা ইত্যাদি। হাদিস থেকে দুটি উদাহরণ দেখা যাক।

১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবারের কারও কারও ওপর এভাবে ঝাড়ফুঁক করতেন, ডান হাত বুলিয়ে দিতেন আর পড়তেন,

«اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا»

হে আল্লাহ! মানুষের পালনকর্তা, যন্ত্রণা নিবারণ করুন, তাকে সুস্থ করুন, আপনিই সুস্থতা প্রদানকারী, আপনার দেওয়া সুস্থতাই প্রকৃত সুস্থতা, এমন সুস্থতা দিন যাতে কোনো রোগ বাকি না থাকে।^(৬)

এ ছাড়া পানি, তেল, মধু বা অন্য হালাল কিছুতে দোয়া অথবা আয়াত পড়ে ফুঁ দিয়ে খাওয়া এবং ব্যবহার করা হয়। এসব রুকইয়াহ সহযোগী সাল্গিমেন্ট, তাই এগুলোকে রুকইয়ার পানি, রুকইয়ার তেল ইত্যাদি বলে।

^৬. ফাতওয়ায়ে শামি, ৬/৩৬৩; ফাতহুল বারি, ১০/২৪০

^৭. বুখারি, ৫৩২৯

২. সাবিত ইবনু কাইস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি একবার অসুস্থ ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখতে এলেন। এরপর এই দোয়াটি পড়েন—

«أَكْشِفِ الْبَأْسَ رَبِّ النَّاسِ»

হে মানুষের প্রভু, রোগমুক্ত করুন।

পড়া শেষে একটি পাত্রে বাতহান উপত্যকার একনুঠো মাটি নিলেন এবং সেখানে পানি ঢাললেন এবং এতে ফুঁ দিলেন। তারপর ওই পানি সাবিত রা.-এর ওপর ঢেলে দেওয়া হলো।^(৭)

চাইলে রুকইয়ার একাধিক পদ্ধতি একসাথে অনুসরণ করা যেতে পারে। আর চিকিৎসকের দেওয়া ওষুধ-পথ্য ব্যবহারের সাথে সাথেও রুকইয়াহ করা যেতে পারে।

উপকার পেতে চাইলে

রুকইয়াহ করে পূর্ণ উপকার পেতে তিনটি জিনিস প্রয়োজন হয়।

১. নিয়ত (কোন সমস্যার জন্য রুকইয়াহ করছেন, নির্দিষ্টভাবে সেটার নিয়ত করা)।
২. ইয়াকিন (এ ব্যাপারে ইয়াকিন রাখা যে, আল্লাহর কালামে শিফা আছে)।

^৭. আবু দাউদ, ৩৮৮৫

৩. মেহনত (রুকইয়াহ করতে কষ্ট হলেও সুস্থ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে চালিয়ে যাওয়া)।

তবে খেয়াল রাখা উচিত, রুকইয়াহ যেহেতু একপ্রকার দোয়া— তাই দোয়ার মতো কেউ দ্রুত উপকার পাবে, কেউ দেরিতে পাবে। আর কেউ দুনিয়ায় পুরোপুরি সুস্থ হবে না, তবে বিপদে সবার করার জন্য আখিরাতে আল্লাহর কাছে অনেক বড় প্রতিদান পাবে।

লক্ষণীয়

রুকইয়াহ করার বাইরে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, নিত্যদিনের ফরজ-ওয়াজিব আমলগুলো ঠিকমতো করা। পাশাপাশি সুন্নাহের প্রতিও যত্নবান হওয়া। গুনাহ থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকা। লজ্জাস্থানের হিফাজত করা। (নারীর ক্ষেত্রে) সঠিকভাবে পর্দা করা। ঘরে কোনো প্রাণীর ছবি, পুতুল বা ভাস্কর্য না রাখা, গানবাজনা না শোনা। আর সমস্যা থাকুক বা না থাকুক, সুবন্ধার জন্য সকাল-সন্ধ্যা ও অন্যান্য সময়ের মাসনুন আমলগুলো করা। এই কাজগুলো রুকইয়ার চেয়েও জরুরি।

আর ইতিমধ্যে শারীরিক ক্ষতি হয়ে গেলে, রুকইয়াহ করার পাশাপাশি সেজন্য ডাক্তারের চিকিৎসাও নেওয়া উচিত। আর প্রচুর পরিমাণে ইসতিগফার করা উচিত। ফলে গুনাহ মাফ হবে। পেরেশানি কমবে আর অল্প রুকইয়াতেই বেশি ফায়দা হবে।

রুকইয়াহ শারইয়্যাহর প্রয়োজনীয়তা

সেলফ রুকইয়াহ অর্থাৎ নিজের জন্য নিজে রুকইয়াহ করা, এক হিসেবে এটা প্রাথমিক চিকিৎসার মতো।

শারীরিক সমস্যায় যেমন আমরা প্রথমে ঘরে থাকা কোনো ওষুধ খাই, এরপর প্রয়োজন হলে কাছের ডাক্তারের পরামর্শ নিই, এরপরও ভালো না হলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখাই। একইভাবে রুকইয়ার ক্ষেত্রেও প্রথমে নিজে নিজে রুকইয়াহ করা দরকার। এরপর প্রয়োজন হলে আপনার চেয়ে ভালো জানে—এমন কারও পরামর্শ বা সহায়তা নেওয়া। এতেও যথেষ্ট না হলে তখন প্রয়োজনে অভিজ্ঞ কাউকে দিয়ে রুকইয়াহ করানো যায়।

আমরা জানি, সাধারণত কোনো সমস্যার শুরুতেই যদি প্রতিকার করা হয়, তাহলে সেটা বেশি দূর বাড়তে পারে না। একসময় ডায়রিয়ায় কত মানুষ মারা গেছে। এখন সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অধিকাংশ মানুষের কাছে এটা আর তেমন কোনো চিন্তার বিষয়ই না। একইভাবে জিন-জাদুর সমস্যাগুলোর শুরুতেই প্রতিকার করা গেলে এসব আর বাড়তে পারে না।

অন্যভাবে বললে, সেলফ রুকইয়াহ হলো নির্দিষ্ট প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী নিজে নিজে রুকইয়াহ করা। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ একজন পেশাদার ব্যক্তি কিংবা কোনো স্বেচ্ছাসেবক আপনাকে খুব বেশি সময় দিতে পারবে না। তাকে সবসময় পাওয়াও সম্ভব না। কাউকে দিয়ে এক-দুদিন রুকইয়াহ করানো হলেও এরপর একটা সময় পর্যন্ত নিজে নিজে রুকইয়াহ করতে হবে। এটাই স্বাভাবিক।

এজন্য অন্তত নিজের জন্য আর নিজের পরিবারের জন্য রুকইয়াহ করতে শেখা জরুরি।

আর নিজে রুকইয়ার ব্যাপারে জানার পর অন্যদেরকে এই বিষয়ে জানানো, অন্যকে সহযোগিতা করা এবং অন্যের জন্য রুকইয়াহ করারও অনেক ফজিলত রয়েছে। এর কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

১. রুকইয়ার প্রয়োজনে প্রচুর তিলাওয়াত করা বা শোনা হয়, ফলে কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি হয়। নিজের প্রয়োজনেই নিয়মিত জিকর-আজকারের অভ্যাস হয়ে যায়।
২. রুকইয়াহ নিয়ে কাজ করলে মুসলিম ভাই-বোনদের বিপদে সহায়তা করার সুযোগ হয়। ফলে দুনিয়া ও আখিরাতে নিজ প্রয়োজনেও আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা থাকে। উপরন্তু এই সুযোগে দ্বীনের ব্যাপারে গাফেল লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ হয়।
৩. আরেকটি বড় লাভ হলো, রুকইয়াহ করার সময় আল্লাহর নুসরত ও অনুগ্রহ দেখে নিজের ঈমান ও তাওয়াক্কুলের উন্নতি হয়। আর নিজের বা পরিবারের রুকইয়াহ-সংক্রান্ত সাধারণ প্রয়োজনে অন্যের শরণাপন্ন হওয়া লাগে না।
৪. এই সমাজে কবিরাজ-জাদুকরদের প্রাচুর্য আর কুফরি কালামের সহজলভ্যতার কথা তো সবাই জানি, রুকইয়ার মাধ্যমে কুফরের বিরুদ্ধে, আল্লাহর কালিমা উঁচু করার কাজের সুযোগ হয়।

তবে এই ফায়দাগুলো পেতে অবশ্যই আপনাকে মুখলিস হতে হবে। সতর্কতার সাথে শরিয়তসম্মত রুকইয়ার ওপর অবিচল থাকতে হবে। চমৎকার কিছু পেলেই বাছবিচার না করে লুফে নেওয়া যাবে না। শরয়ি রুকইয়ার সাথে নাজায়েজ কিংবা সন্দেহজনক পদ্ধতির ঝাড়ফুক চর্চা করা যাবে না। মোটকথা, দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতকে প্রাধান্য দিতে হবে, নইলে দিনশেষে ফলাফল হবে শূন্য।

আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বোচ্চ কল্যাণ দান করুন। আমিন।

রুকইয়াহ এবং কবিরাজির পার্থক্য

রুকইয়াহ শারইয়্যাহ হলো কুরআনের আয়াত, দোয়া বা আসমাউল হুসনার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সমস্যা থেকে মুক্তি চাওয়া। এখানে কোনো জিন-শয়তানের সাহায্য নেওয়া হয় না, কোনো অস্পষ্ট বাক্য আওড়ানো হয় না। কোনো সাংকেতিক চিহ্ন বা নম্বর লেখা হয় না। আর এভাবে কোনো গায়েরের সংবাদ দেওয়া কিংবা কাউকে বশ করাও হয় না।

হাদিস শরিফে রুকইয়াহ শারইয়্যাহ-সংক্রান্ত অনেক ঘটনা আছে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে ফেরেশতারা নবিজির রুকইয়াহ করেছেন। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার সন্তানদের রুকইয়াহ করেছেন। আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেকের রুকইয়াহ করেছেন। আমাদেরকেও শর্তসাপেক্ষে করার অনুমতি দিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরাম এবং অন্যান্য অনেক সালাফে সালাহিন করেছেন। এ ব্যাপারে বেশ কিছু উদাহরণ আমরা পূর্বে দেখেছি।

পক্ষান্তরে জাদুকর অথবা কবিরাজরা শয়তানকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিভিন্ন কিছু উৎসর্গ করে। ‘কুফর, শিরক, হত্যা, ব্যভিচার, শয়তানের নামে উৎসর্গ এবং কুরআন অবমাননা’র মতো বড় বড় গুনাহ করে। শরিয়তে যে কাজগুলো নিষিদ্ধ, তারা সেই কাজগুলোই ইচ্ছাকৃতভাবে করে। এতে বড় শয়তান সন্তুষ্ট হলে সে নিজে কিংবা অনুগত কোনো জিনকে পাঠিয়ে সাহায্য করে। কখনো সাংকেতিকভাবে তাদেরকে বিভিন্ন তথ্য জানিয়ে দেয়। এভাবে তারা দুনিয়ার সামান্য লাভের আশায় চিরস্থায়ী আখিরাত বরবাদ করে।

অনেক সময় কবিরাজ বা জাদুকররা শয়তানের কথা ঠিকমতো মানে না, ফলে ওই শয়তানই তাদের ক্ষতি করে। কখনো জাদুকরকে পশু বানিয়ে দেয়, কখনো তার পরিবারের ওপর আক্রমণ করে, মেরে ফেলে কিংবা অসুস্থ করে দেয়। সমাজে এর অনেক উদাহরণ আছে।

অনেক জাদুকর বা কুফরি-কালাম করা কবিরাজের বেশভূষা দ্বীনদারদের মতো হয়। অনেকে দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন পড়াশোনাও করে। কিন্তু এরপরও তারা জাদুটোনার চর্চা করে, শয়তানের সাহায্য নেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لِنَبِيِّ الْأَخِرَةِ مِنَ خَلْقِي﴾

তারা ভালোভাবেই জানে, যে জাদু চর্চা করে, পরকালে তার জন্য কোনো অংশ নেই।^(৮)

৮. সূরা বাকরার, ১০২

ইমরান বিন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে কুলক্ষণ নির্ণয় করে এবং যার জন্য নির্ণয় করা হয়; যে (জ্যোতিষী) গণনা করে, এবং যার জন্য গণনা করা হয়; যে জাদু করে এবং যার পক্ষ থেকে জাদু করা হয়; আর যে বান মারে, এরা কেউ আমাদের (মুসলমানদের) অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে গণকের নিকট গেল এবং তার কথা বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যা নাজিল হয়েছে, তার সাথে কুফরি করল।^(৯)

এই হাদিসের সতর্কবাণী আমাদের গুরুত্বের সাথে খেয়াল রাখা উচিত।

অনেক জাদুকর ধোঁকা দেওয়ার জন্য বলে তাদেরকে মুসলিম জিন সাহায্য করে, অনেকে বলে তারা ফেরেশতার সাহায্য নেয়, আসলে এ সবই ধোঁকা আর মিথ্যা।

কুরআনে এসেছে—

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبِعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ أَهْلُ آءِ يَا كُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ
 ۞ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۚ
 أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾

সেদিন (কিয়ামতে) তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন এবং ফেরেশতাদের বলবেন, এরা কি তোমাদেরই ইবাদত

৯. মুসনাদে বাযযার, ৩৫৭৮

করত? ফেরেশতারা বলবে, আপনি পবিত্র, আমরা আপনার পক্ষে, তাদের পক্ষে নই, তারা বরং জিনের উপাসনা করত, তাদের অধিকাংশই জিনদের প্রতি বিশ্বাসী।^(১০)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি গিরা দিয়ে তাতে ফুক দেয়, সে জাদুকরের কাজ করল, আর যে জাদু করল, সে শিরক করল। আর যে ব্যক্তি কিছু বুলায়, তাকে সেই জিনিসের কাছেই ন্যস্ত করা হয়।^(১১)

রুকইয়াহ করার পূর্বে তান্ত্রিক-কবিরাজের দেওয়া জিনিসপত্র (যেমন : তাবিজ-কবচ, হাড়ি, কড়ি, খাবার, কাপড়চোপড় ইত্যাদি) নষ্ট করে, কমসেকম খুলে রেখে, জাদুকরের কাছে যাওয়ার জন্য তওবা করে এরপর রুকইয়াহ করা উচিত।^(১২) আল্লাহর কালাম দ্বারা রুকইয়াহ করার পাশাপাশি সন্দেহজনক অন্য কোনো তদবির নেওয়া উচিত না।

রুকইয়ার আগে ও পরে করণীয়

রুকইয়াহ করার আগে প্রস্তুতি হিসেবে কয়েকটি কাজ করা উচিত।

১. ওই স্থানের পরিবেশ ঠিক করা। কোনো প্রাণীর ছবি, মূর্তি, পুতুল থাকলে সরিয়ে ফেলা। মোটকথা, দ্বীনি পরিবেশ বজায় রাখা।

^{১০}. সুরা সাবা, ৪০-৪১

^{১১}. নাসায়ি, ৪০৭৯

^{১২}. জাদুর জিনিসপত্র নষ্টের নিয়ম জাদুসংক্রান্ত অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২. উপস্থিত ব্যক্তিদের অবস্থা ঠিক করা। যেমন পোশাক, পরিচ্ছদ এবং শরয়ি পর্দার অবস্থা ঠিক করা। (সেখানে পুরুষ অভিভাবক না থাকলে গাইরে মাহরাম নারীর রুকইয়াহ না করা।)
৩. কবিরাজ-তান্ত্রিকের দেওয়া তাবিজ বা কোনোকিছু সাথে থাকলে সেটা নষ্ট করা। পূর্বে সন্দেহজনক তদবির করলে সেজন্য তওবা ও ইসতিগফার করতে বলা।
৪. রুকইয়াহ শুরু করার পূর্বে অজু করে নেওয়া উত্তম। কোনো সাপ্লিমেন্টের প্রয়োজন হলে আগে থেকেই হাতের কাছে রাখা উচিত।
৫. রুকইয়ার পূর্বে বেশি বেশি ইসতিগফার করুন এবং আল্লাহর কাছে আরোগ্য চেয়ে মনে মনে দোয়া করুন। সবশেষে আপনার সমস্যার জন্য নিয়ত করে রুকইয়াহ শুরু করুন।

আর রুকইয়ার পরে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সামলাতে কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখুন।

কারও জিন বা জাদুর সমস্যা থাকলে, তার ওপর রুকইয়াহ চলাকালীন, কিংবা তিলাওয়াত শোনার সময় হরেকরকম প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে। এতে ভয় পেয়ে রুকইয়াহ বন্ধ করা উচিত হবে না। রুকইয়াহ শেষ করার পর প্রসাব-পায়খানা এবং অজু করলে, আর কিছুক্ষণ (অবস্থাভেদে ১০-৩০ মিনিট) বিশ্রাম নিলে অনেকটাই হালকা লাগবে।

এ ছাড়া কষ্ট কমে যাওয়ার নিয়তে আয়াতুশ শিফা ও ব্যথার রুকইয়াহ^(১৩) পড়ে সরাসরি ফুঁ দিতে পারেন, পানি খেতে পারেন। বেশি সমস্যা হলে পরের অনুচ্ছেদে বলা ‘১ম বা ২য় নিয়ম’-এ রুকইয়ার গোসল করতে পারেন।

রুকইয়ার মাঝে ঘুম ঘুম লাগলে রোগীর মুখে আর শরীরের কোথাও সমস্যা হলে সেই জায়গায় রুকইয়ার পানি ছিঁটাতে পারেন, পানি খেতে পারেন। একটু হাঁটহাঁটি করে আবার বসতে পারেন। তারপরেও রুকইয়াহ চলাকালীন ঘুমিয়ে গেলে এটা নিয়ে বেশি চিন্তিত হবেন না, অল্প হলেও ফায়দা হবে।

* * *

^{১৩}. ‘শারীরিক অসুস্থতার রুকইয়াহ’ অনুচ্ছেদে এসব আয়াত ও দোয়া পাওয়া যাবে।